Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ ও ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লুৎফুর নাহার

রোলঃ 216020590

২৫ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্ণবাদ ও ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লুৎফুর নাহার
রোলঃ 216020590

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বর্ণবাদ ও ইসলাম" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লুৎফুর নাহার, আইডিঃ 216020590 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বর্ণবাদ ও ইসলাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৪ ইং

(স্বাক্ষর)

লুৎফুর নাহার

আইডিঃ 216020590

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা 5
বর্ণবাদ কি?...6
বর্ণবাদের উৎপত্তি 6
বর্ণবাদ বিদ্বেষ ও ইসলামের আদর্শ..7
ইসলামের আদর্শ..9
বর্ণবৈষম্যরোধে ইসলামের ভূমিকা...13
হাবশি কৃতদাস বেলাল রা:..15
শ্রেষ্ঠত্ব শুধু আল্লাহভীতি ও ধর্মপালনে:...16
বর্ণবাদ আর শ্রেণিভেদের মূলোৎপাটন করেছে ইসলাম:...18
জান্নাতি নারী উম্মে আইমান 18
মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব 22
অতএব, মুক্তির পথ কোথায়?..22
শেষকথা,,,,,,...25
তথ্যসূত্র 26

প্রারম্ভিকা

الحمد لله رب العلمين.والصالة والسالم على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমগ্র জাহানের রব। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত নবীগণের সেরা নবী আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। এবং সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার পরিবার ও আত্নীয় ও সাথীদের উপর।

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, “হে লোকজন! সাবধান তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি? তারা বলল, আল্লাহর রাসূল পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌছিয়ে দেয়।” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৪১১]

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাহার বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁহার ইবাদাতের জন্য। এখানে উনি কোন গাত্র কিংবা গোষ্ঠীভেদে ঈমান এবং আমলের শ্রেণীবিভাগ করেনি।

আমরা আলোচনা করব ইসলামে বর্ণবাদ নিয়ে কি বলে। বর্ণবাদ ইসলামে আলাদা কোন বিষয় কিনা।

আর প্রবন্ধ লেখাটি আমার মনগড়া কোন কথার উপর নির্ভরশীল নই। এটি ইসলামিক গ্রন্থ, হাদিস কিংবা কুরআনের আয়াতের উপর নির্ভর করে লেখা এবং এতে সাহায্য করেছে উস্তাযাগণ এবং বিভিন্ন ওয়েব সাইট। আল্লাহ আমার উস্তাযগণ কে উত্তম প্রতিদান দিন।

বর্ণবাদ কি?

বর্ণবাদ সেই দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে মানুষ অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং একই সাথে বিশ্বাস করা হয় কোন কোন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নিচু; কিংবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী; অথবা বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য।

এটি কখনো গায়ের চামড়ার পাশাপাশি আঞ্চলিকতা ও গোত্র বিভাজনেরর দিক থেকে ও হতে পারে।

আফ্রিকান ভাষায় বর্ণবাদ কে বিভাজন ও বলা হয়।

বর্ণবাদের উৎপত্তি

১৯৩০ সালে এটি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত একটি জাতিগত বিভাজন ব্যবস্থা। তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ শাসিত সরকার আইন করে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, দক্ষিণ এশীয়, বর্ণসংকর ইত্যাদি বর্ণে ভাগ করে। এভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী মূল ধারার সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় অর্থে ইসলাম কোনো জাতি, বর্ণ, অঞ্চল বা রঙের পার্থক্য মানে না। এক্ষেত্রে সাদা আর কালো, নাগরিক আর সৈনিক, শাসক আর শাসিত সব সমান।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন,

وَمِنۡ اٰیٰتِہٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافُ اَلۡسِنَتِکُمۡ وَاَلۡوَانِکُمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلۡعٰلِمِیۡنَ

অর্থঃ

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে জ্ঞানবানদের জন্য। (সুরা রুম আয়াত ২২)

কুরআন ও হাদিসে গোষ্ঠীবাদ ও বর্ণবাদীতাকে নিষেধ করা হয়েছে। এসব বর্ণ ও জাতির ভিন্নতা আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন।

বর্ণবাদ বিদ্বেষ ও ইসলামের আদর্শ

কোন নরগোষ্ঠীর প্রতি ভিন্ন গাত্রবর্ণের অন্য নরগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর বিভিন্নতাজনিত যে বৈষম্যমূলক আচরণ, তাকে সাধারণ অর্থে বর্ণবাদ বলা হয়ে থাকে। বর্ধিত পরিসরে বলতে গেলে গাত্রবর্ণের ভিন্নতার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোন জাতিকে বিপন্ন করা হলে তাও বর্ণবাদের আওতায় পড়ে। ইংরেজি রেস থেকে রেসিজম তথা বর্ণবাদ কথাটির উদ্ভব।

এক্ষেত্রে মানুষের গাত্রবর্ণ, সামাজিক শ্রেণি, বংশ পরিচয় ও জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে বিভক্ত করে কোন জাতি বা গোষ্ঠী তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলে তাকে বর্ণবাদ বলে। এক্ষেত্রে মানুষকে শ্রেণীকরণের মাধ্যমে আলাদা করে সুযোগ সুবিধা বণ্টনের তারতম্য করার চেষ্টা চলে। ফলে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে অনেক জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রফেসর সালাহ বাদির ‘আত-তাফরিকাতুল উনসুরিয়্যাহ ফি ইফরিকিয়া’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, “রেসিজম হল একটা আধিপত্য ও কতৃত্ববাদী মতবাদ। বিশেষত যারা নিজেদেরকে মনে করে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর উপর মোড়লের পদে বিদ্যমান। শুধু মানসিকভাবে এই বোধ লালন করলেই রেসিজমের অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ পায় না। এর জন্য প্রয়োজন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই বোধ ও বিশ্বাসের বাস্তবায়ন। এটা অনেকটা রেসিজমের সেক্যুলার পরিচয়। আর ধর্মীয় দিক থেকেও রেসিজমের প্রয়োগ বিদ্যমান। আর সেটা হল, নিজেদেরকে যুক্তিহীনভাবে

গোঁয়াড়িপনাবসত শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করা। পুরো বিশ্বের মুক্তি ও সংস্কার যে গোষ্ঠী নিজেদের একক অধিকার বলে মনে করে, তারাও ডুবে আছে রেসিজমে। আর এই মনোভাব জায়নবাদী ইহুদি ধর্মে পুরোপুরি বিদ্যমান।

অ্যাডলফ হিটলার ‘মাইন ক্যাম্ফ’ বইয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, পৃথিবীতে মানুষ আসলে তিন প্রকার। ১. আর্য জাতি, ২. অনার্য, ৩. নিগ্রো। আর্য জাতির বায়োলজিক্যাল এনথ্রোপলজিকে রক্ষা করাই ছিল হিটলারের পরম উদ্দেশ্য। এর জন্য অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীকে বেদির বলি বানানো তার কাছে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

উপরে বর্ণবাদী বৈষম্যের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তৃতীয় নং কারণটি বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। ধর্মকে ঘিরে এক ধরণের ভীতি তৈরি হচ্ছে আধুনিক সমাজে। এ ভীতিকে দমন করতে ধর্মীয় সিম্বল বা যে কোন চিহ্ন প্রতীক দেখলে আধুনিক প্রজন্ম একে হেয় প্রতিপন্ন করছে। ধর্মকে ঘিরে বর্ণবাদের চর্চারই একটা রূপ হল আধুনিক সমাজে ইসলামফোবিয়া, বলে মনে করেন একদল গবেষক। নাইন ইলেভেনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের সমাজে ইসলাম-বিদ্বেষের ভীত শক্ত হয়ে উঠে। হেয় প্রতিপন্ন করা হতে থাকে মুসলমানদের, টুপি, দাঁড়ি, হিজাবসহ অন্যান্য ইসলামী শিআর তথা চিহ্নের।

অনেক গবেষক আবার ইসলামফোবিয়া আর বর্ণবাদকে এক করে দেখতে নারাজ। জোসিলিন সিজারি ‘Muslims In Western Europe After 9/11: Why the term Islamophobia is more a predicament than an explanation’ নামক বইয়ে বলেছেন, “একাডেমিক ব্যক্তিত্বরা এখনও ইসলামফোবিয়া শব্দের বৈধতা নিয়ে টানা-পোড়েনে আছেন। রেসিজম ও ইসলামফোবিয়াকে যে এক করে দেখা যায় না, সেটা তুলে ধরছেন তারা।”

ইসলামের আদর্শ

ইসলাম সকল প্রকার বর্ণ, শ্রেণী-বৈষম্য নির্মূল করেছে মৌলিকভাবে তিন দিক থেকে।

১. সমাজে ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

২. মানুষকে মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে।

৩. ভিন্ন ধর্মালম্বীদের প্রতি উদারতা ও নাগরিক সাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে।

ন্যায়পরায়ণতা ও সাম্যের বাণী আমরা শুনতে পাই কোরআনের উচ্চারণে। সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।"

সূরা ইসরার ৭০ নং আয়াতে বলেছেন, "আর অবশ্যই আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; এবং তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

সূরা মায়েদার ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তুমি যখন মানুষের মাঝে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ন্যায়বানদের ভালবাসেন।"

হাদিসে আল্লাহর নবী সা. বলেছেন, "হে লোকসকল! তোমাদের প্রতিপালক একজন। পিতাও একজন। তোমরা প্রত্যেকেই এসেছ আদম থেকে। আর আদম এসেছেন মাটি থেকে। আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর আরবের, শেতাঙ্গ মানুষের উপর কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব হবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।

হাদিসে আরো এসেছে, “তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ, তাদের মাঝে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তারা এর কোন বিচার করত না। দুর্বল লোকেরা চুরি করলে শাস্তি দেয়া হত। আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত, তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।”

ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের মাঝেও বিস্তৃত ছিল নবীজির এই ন্যয়পরায়ণতা ও সাম্যের আদর্শ। নবীজি বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে পাথর ছুঁড়ে মারবে তাকে কেয়ামতের দিন আগুনের বিছানায় শুইয়ে পাথর নিক্ষেপ করা হবে।” তিনি আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন সন্ধিকৃত কাফেরের সাথে অত্যাচারমূলক আচরণ করবে, বা তার অধিকার নষ্ট করবে, অথবা তার সাধ্যের চেয়ে বেশি দায়িত্ব চাপাবে, কিংবা তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার কোন জিনিস নিবে, কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে বিচারের দাবিদার হব আমি।”

ন্যয়পরায়ণতা ও সাম্যের পাঠ ছাড়াও ইসলামের স্বাধীনতা মানুষকে বর্ণবৈষম্যের আপদ থেকে দূরে রেখেছে। ইসলাম মানুষকে দিয়েছে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।

ইসলামে খলিফা নিয়োগ প্রদান একটা স্বাধীন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংঘটিত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট কারো হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয় না। বরং এক্ষেত্রে মানুষকে ইচ্ছাধিকারের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল এমনই। এছাড়া খলিফা নির্বাচিত হবার পরই সে একনায়কত্ব পেয়ে যাবে, সেটারও কোন অবকাশ নেই। তাদের খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মানে এই নয় যে, পুরো উম্মতের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ। বরং এর অর্থ হল তারা দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর। দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাদের জবাবদিহিতার অবকাশ আছে জাতির কাছে।

এজন্যই আবু বকর রা. দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বলেছিলেন, “হে লোকসকল ! আমাকে কেবল তোমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর নই। যদি তোমরা আমায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাও, তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি দেখ, ভিত্তিহীন মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছি আমি, তাহলে আমাকে তোমরা সঠিক পথ চিনিয়ে দিবে। যেসব বিষয়ে আমি আল্লাহর আনুগত্য করছি, তোমরাও সেসব বিষয়ে আমার আনুগত্য করো। আমি যে ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত, সেক্ষেত্রে কোন আনুগত্য চলবে না।”

ইসলামের চিন্তা-স্বাধীনতার স্বীকৃতিও এখানে উল্লেখযোগ্য। মুমিনের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন, স্পষ্টভাবে নিজের চিন্তাকে উচ্চারণ করা, এক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করা। এছাড়াও আল্লাহ অনেক আয়াতে ব্যপকভাবে চিন্তা করার কথা বলেছেন।

যেমন, সূরা গাশিয়ার ১৭-২০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তাহলে কি এরা উটগুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ দেখছে না, কিভাবে তাকে উঠানো হয়েছে? পাহাড়গুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে শক্তভাবে বসানো হয়েছে? আর যমীনকে দেখছে না, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?"

ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে দিয়েছে নিজ ধর্ম পালন করবার অধিকার। সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।" উমর রা. বলেছেন, "ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। কোন ক্ষয়-ক্ষতি করা যাবে না তাদের।"

মুসলমানদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে আসার অশেষ সুযোগ রয়েছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের। কোরআন একদিকে মুসলামদেরকে আদেশ করেছে যুক্তি ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতে, অন্যদিকে আবার কাফেরকে আহ্বান করেছে নিজেদের যুক্তি পেশ করার। একদিকে যেমন সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, "আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের (বিরোধীদের) সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করুন যা সবচেয়ে ভাল। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং যারা সঠিক পথে আছে তাদের সম্পর্কেও তিনিই সমধিক জ্ঞাত।"

অন্যদিকে কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে সূরা বাকারার ১১১ নং আয়াতে, "তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"

অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ, সূরা মুমতাহিনার ৮ নং আয়াতে আছে, "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার

করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।”

ইসলামে বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্বের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর রাসূল কোন নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত নবী নন। সকল মানুষের কাছেই প্রেরিত হয়েছেন তিনি। সূরা বাকারায় আছে, “হে মানুষসকল! আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।” এখানে কোন নির্দিষ্ট রক্ত, ভূমি সীমানা অথবা বর্ণবিভেদের উল্লেখ নেই।

আল্লাহর নবী বলেছেন, “বুইসতু ইলান না-সি কা-ফফাহ, আল-আহমার ওয়াল আসওয়াদ” (কৃষ্ণাঙ্গ শেতাঙ্গ, সকল মানুষের কাছেই আমি প্রেরিত হয়েছি)।

নবীজি আরো বলেছেন, “যে গোত্রবাদের দিকে আহ্বান করবে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় সে, যে গোত্রবাদের পক্ষে লড়াই করে।”

তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ণবাদ ও বিদ্বেষকে ইসলাম নাকচ করে দিয়েছে। এর বিপরীতে ইতিবাচক অবস্থান হিসেবে ইসলামের ছয়টি বিষয় লক্ষ্যণীয়।

১. মুমিন কাফের, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ নির্বিশেষে ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, ‘ওয়া লাকাদ কার্রামনা বানী আদামা’র উচ্চারণে।

২. কোন ধরণের শ্রেনী, বংশ, বর্ণ, ভাষা বা ঐশ্বর্যের ভিত্তিতে মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করেনি। কেবলমাত্র ধর্মীয় চর্চায় যে এগিয়ে থাকবে, তাকে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

৩. বর্ণগত বিভিন্নতাকে ইসলাম পারস্পরিক পরিচয় ও চেনা-জানার মাধ্যম বানিয়েছে। ভাল কাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

৪. আহ্বান করেছে সামগ্রিক ঐক্যের এবং উপকারের ভিত্তিতে অগ্রগণ্যতার। আল্লাহর নবী সা. বলেছেন, “সকল সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর নিকট প্রিয় তারাই যারা এই পরিবারকে উপকার প্রদান করে।”

৫. সামাজিক সংহতি (social solidarity) রক্ষার ক্ষেত্রে দরিদ্র নিঃস্ব-দুঃখিদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। তাদেরকে নিজেদের ভাই হিসেবে মর্যাদা দেয়া।

৬. মানুষকে আপন বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা প্রদান। কাউকে নির্দিষ্ট ধর্ম গ্রহণে বাধ্য না করা।

নবী সা.এর হাতে ইসলামের যে সাম্য স্বাধীনতা বিস্তার লাভ করেছে পৃথিবীতে এটা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী গবেষকগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর্থার গ্লায়ন লিওনার্ড 'Islam, Her Moral and Spiritual Values' (ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ) নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "ইসলামের মাধ্যমে মুহাম্মদ আরবদের মাঝে উদারতা সঞ্চারিত করেছিলেন। অধিষ্ঠিত করেছিলেন তাদেরকে সুউচ্চ আসনে। জড়তা ও গোত্রীয় সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে জাতীয় ঐক্যের সুমহান নিদর্শন উপহার দিয়েছিলেন মানবজাতিকে। সমীহ, একত্ববাদ, সরলতা, সত্য, অকৃত্রিমতার মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক মহান আদর্শ। এভাবেই আরবদের নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে শাণিত হয়েছিল নবী মুহাম্মদের হাতে।"

বর্ণবৈষম্যরোধে ইসলামের ভূমিকা

বর্ণবৈষম্য মানবতা বিবর্জিতে এক ঘৃণ্য অপরাধ। ইসলামে বর্ণবাদের কোনো স্থান নেই। ইসলাম বরাবরই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে সহাবস্থানের আহ্বান জানায়। বর্ণবৈষম্যের মূলে কুঠার আঘাত হেনে ইসলামই শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে বিশ্ববাসীর সামনে।

বর্ণবাদী এ আচরণে মানুষের গায়ের রঙেই বেশি চিহ্নিত হয় এ যুদ্ধ। বর্ণবৈষম্যের কারণেই সাদা-কালো মারা-মারি কিংবা জীবনহানির মতো নিকৃষ্ট ঘটনার জন্ম হয়। যুযে যুগে এ বর্ণবৈষম্যের কারণে প্রাণ দিতে হয়েছেন অনেককে।

বর্ণবাদ বিলোপে আন্দোলনযার প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে তৈরি হয় একটি দিবস। যা আন্তর্জাতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস নামে পরিচিত। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়।

তবে এ দিবসের প্রেক্ষাপট তৈরি হয় ১৯৬০ সালের ২১ মার্চ। সেদিন বর্ণবাদের পক্ষে আইন পাশের এক ষড়যন্ত্র হয়। সেখানে এ আইন পাসের বিরুদ্ধে হয় প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদে মিছিলে পুলিশের গুলিতে ৬৯জন ব্যক্তি নিহত হয়।

ইসলামে বর্ণবাদের স্থান নেইবর্ণবাদ নয়; সাদা-কালোর শান্তিময় সহাবস্থানের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ইসলাম। যেখানে সাদা আর কালো, নাগরিক আর সৈনিক, শাসক আর শাসিত তথা রাজা আর প্রজা সবই সমান। কুরআন ও সুন্নায় গোত্র প্রাধান্য ও বর্ণবাদিতাকে নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণের ভিন্নতা, ভাষাগত বিভাজনকে মহান আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।’ (সুরা রুম : ২২)কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা এবং ইসলামি খেলাফতের দায়িত্বশীল বণ্টনই এর অন্যতম উদারহরণ। ধর্ম বিশ্বাস, গাত্রবর্ণ, শক্তি ও বংশের অহঙ্কারবশত কোনো ব্যক্তি বা জাতি কর্তৃক নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করাকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি।

بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

অর্থঃ

হে মুমিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর (বিধানাবলী পালনের) জন্য সদাপ্রস্তুত (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী এবং কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। ১২ এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। সুরা ময়িদাহ আয়াত ৮

ইসলামের শুরু থেকে বর্ণবাদী আচরণের কোনো সুযোগই ছিল না। কে সাদা, কে কালোয়; ধনী কিংবা গরিবে আবার উঁচু-নিচু তারতম্য এবং শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের পার্থক্য করার কোনো সুযোগও দেয়নি ইসলাম। হাদিসে এসেছে-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের, কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের উচ্চ মর্যাদা নেই। একজন শ্বেতাঙ্গ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় উচ্চতর নয়। পার্থক্য শুধু মানুষের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে।’

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করেছেন, ‘মানুষ দেখতে যতবেশি সুন্দরই হোক না কেন, তার মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, উত্তম আমল না থাকে; কুরআন-সুন্নাহর আমল না থাকে তবে সে ব্যক্তি কখনোই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে প্রথমেই বংশ দ্বন্দ্বের অবসান করেছিলেন। ‘আউস ও খাজরাজ’-এর গোত্র দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘ দিনের। এ গোত্রদ্বয়ের বিদ্যমান বিবাদ নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন বিশ্বনবি।

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামে প্রত্যেকের সমান অধিকার সুনিশ্চিত। ইসলামের কোনো বিধানই বর্ণবাদের পক্ষে নয়। গোত্রতন্ত্র ও বর্ণবাদ নির্মূলে বিশ্বব্যাপী ইসলাম অনুপম আদর্শ ও নির্দেশিত বিধান অনুসরণই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সাদা-কালো, ধনী-গরিব, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ ভুলে ইসলামের সুমহান ছায়াতলে অবস্থান করে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নিজেদের নিয়োজিত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হাবশি কৃতদাস বেলাল রা:

হাবশি ক্রীতদাস বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। এ কালো বর্ণের সাহাবিকে দেয়া হয়েছিল নেতার মর্যাদা। তার সম্পর্কে এক ঘটনা-একবার বিশিষ্ট সাহাবি আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু তর্কের এক পর্যায়ে হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে বসলেন- ‘কালো মায়ের সন্তান’। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বিরক্ত হন। তিনি তখন আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘তুমি এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের চিহ্ন রয়েছে।’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট্ট একটি মন্তব্যের কারণে হজরত আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্যকে ‘জাহেলিয়াত’-এর সাথে তুলনা করেছেন।

শুধু তা-ই নয়, কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নামাজের আজান দেয়ার জন্য মুয়াজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করেন।

কুচকুচে মানুষ। হয়তোবা দেখতেও অতটা সুন্দর ছিলেন না। কিন্তু ধর্মপ্রিয় হবার কারণে আল্লাহর কাছে তিনি এত প্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন যে, জান্নাতে রাসুল সা. এর সামনে থেকে তার পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল! এমনিতেই তো আর প্রিয়নবী বলেননি যে, "বেলাল কে রাগালে আল্লাহও রেগে যান!"

নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই মুখনি:সৃত বাণী থেকে ও বুঝাযায় আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছে বর্ণভেদে প্রিয় হওয়া যায় না। আল্লাহভীরুতা, আমলই আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

শ্রেষ্ঠত্ব শুধু আল্লাহভীতি ও ধর্মপালনে:

ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'হে মানবসকল! তোমাদের পালনকর্তা এক আল্লাহ। তোমাদের আদি পিতা এক আদম আলাইহিস সালাম। মনে রেখো! অনারবের ওপর আরবের ও আরবের ওপর অনারবের এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের ও কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনোই বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধু আল্লাহভীতি ও ধর্মপালনের দিক দিয়েই এ বিশেষত্ব বিবেচিত হতে পারে।' -মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ২২৯৭৮

এখানে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, মানুষ বাহ্যত যতো সুন্দরই হোক, তার মধ্যে যদি সচ্চরিত্র এবং উত্তম আমল না থাকে, আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশিত পথ ও রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ না থাকে, সর্বোপরি তাকওয়া বা আল্লাহ তাআ'লার ভয় না থাকে, তাহলে মানুষ

হিসেবে সে অন্য আর দশজনের মতই। শ্রেষ্ঠ কেবল সে-ই, যে উত্তম আমলে উত্তীর্ণ। এছাড়া সবাই সমান।

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير

হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন। -সুরা: হুজুরাত, আয়াত: ১৩

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেও প্রতীয়মান হয়। অন্যান্য ধর্ম ও প্রথা যেখানে বর্ণের আচরণের আহবান করে, সেখানে ইসলাম তা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখান করে।

কৃষ্ণাঙ্গ বলে হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু কোনো মুসলমানের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হননি। একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ায় এবং অধিকতর উত্তম আমলের অধিকারী হওয়ায় তিনি শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মানের আসনে ভূষিত হয়েছিলেন। মদিনাতুল মুনাওয়ারায় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে মুয়াজ্জিনের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বর্ণবাদ আর শ্রেণিভেদের মূলোৎপাটন করেছে ইসলাম:

বর্ণবৈষম্য এবং শ্রেণিভেদ মানবতা বিবর্জিত ঘৃণ্য অপরাধ। ইসলামে বর্ণবাদ ও শ্রেণিভেদের কোনো স্থান নেই। ইসলাম বরাবরই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে সহাবস্থানের আহবান জানায়। ইসলামের আদর্শই হচ্ছে, সকল মানুষ একই আদম এবং হাওয়া আলাইহিমাস সালামের সন্তান। সাদা-কালো, ধনী-গরিব আর উঁচু-নিচুতে কোনো তারতম্য কিংবা শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের পার্থক্য নির্ধারণ করেনি ইসলাম এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো ভালো-মন্দের কোনো মানদন্ডও নয়। বংশ কৌলিণ্যেরও স্থান নেই ইসলামে।

রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কৃষ্ণের ওপরে শেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

জান্নাতি নারী উম্মে আইমান

উম্মে আয়মন (রা.) এর জন্ম মূলত আফ্রিকার আবিসিনিয়ায়। নবীজি হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের ৫০ দিন আগে কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য যখন আবরাহার বাহিনী অভিযান চালায়, সেই কাফেলার সঙ্গে আসেন এ উম্মে আয়মন। ক্রীতদাসী হিসেবে তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন।এক জায়গায় তিনি দেখলেন, এক লোক কিছু দাস-দাসী নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে। আব্দুল্লাহ দেখলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট ৯ বছরের কালো আফ্রিকান মেয়ে । মেয়েটাকে দেখে আব্দুল্লাহর অনেক মায়া হলো, একটু রুগ্ণ হালকাপাতলা; কিন্তু কেমন মায়াবী ও অসহায় দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে। তিনি ভাবলেন ঘরে আমেনা একা থাকেন, মেয়েটা পাশে থাকলে তার একজন সঙ্গী হবে। এই ভেবে তিনি মেয়েটাকে কিনে নিলেন। মেয়েটিকে আব্দুল্লাহ ও আমেনা অনেক ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন ও এবং তারা লক্ষ্য করলেন যে,

তাদের সংসারে আগের চেয়েও বেশি রহমত ও বরকত চলে এসেছে। এই কারণে আব্দুল্লাহ ও আমেনা মেয়েটিকে আদর করে নাম দিলেন বারাকাহ। মানে সৌভাগ্য, প্রাচুর্য, বারাকাত।শেখ ওমর সুলাইমানের বর্ণনা অনুযায়ী, সর্বপ্রথম আমাদের নবীকে দেখার ও স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল যে মানুষটির, সে হলো এই আফ্রিকান ক্রিতদাসী ছোট্ট কালো মেয়েটির।আমি একজন নারীকে জানি, যার কোনো সম্পদ নেই, বয়স্ক এবং সঙ্গে একটা এতিম সন্তান আছে। কিন্তু তিনি জান্নাতি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একজন জান্নাতি নারীকে বিয়ে করতে চাও? এই কথা শুনে জায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) নবীজির কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। নবীজি উম্মে আয়মানের সঙ্গে কথা বলে বিয়ের আয়োজন করলেন। বিয়ের দিন রাসুল (সা.) যায়েদকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে ও ভালোবাসায়, ভেজা চোখে, কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, তুমি কাকে বিয়ে করেছ জানো জায়েদ? হ্যাঁ, উম্মে আয়মানকে- যায়েদের উত্তর। নবীজি বললেন, না, তুমি বিয়ে করেছ, আমার মাকে। তার কোলেই জন্মগ্রহণ করেন হজরত উসামা ইবনে যায়েদ।

আমার নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে জান্নাতি নারী বলেছেন, ডেকেছেন উম্মি করে যিনি প্রথম দেখেছেন কোলে নিয়েছেন বিশ্ব নবী আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালার হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।

উনি তো আফ্রিকান কুচকুচে কালো ক্রীতদাসি ছিলেন তাহলে কেন এত মর্যদা পেলেন আল্লাহ এবং তার হাবিবের কাছে। কারন ইসলাম বর্ণবাদ চেনেনা। কে শেতকায় কৃষকায় সেটা চিনে না। আমার রব চিনে উত্তম আখলাম, আল্লাহভীরুতা আর নেক আমল।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত-

- সুদূর পারস্যের ক্রীতদাস হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আহলে বাইতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু ঘোষণা করেন- ‘সালমান আমাদেরই ঘরের লোক।’

- হাবশি ক্রীতদাস বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। এ কালো বর্ণের সাহাবিকে দেয়া হয়েছিল নেতার মর্যাদা। তাকে নিয়ে একটি ঘটনা-

একবার বিশিষ্ট সাহাবি আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহুর সাথে বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহুর কোন একটি বিষয়ে তর্ক হয়। তর্কের এক পর্যায়ে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ করে তিনি বলে বসলেন- ‘কালো মায়ের সন্তান’। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ কথা পৌঁছালে তিনি বিরক্ত হন। তিনি আবু জর রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহুকে বলেন, ‘তুমি এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের চিহ্ন রয়েছে।’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট্ট একটি মন্তব্যের কারণে হযরত আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু -এর বক্তব্যকে ‘জাহেলিয়াত’-এর সাথে তুলনা করেছেন।

- হযরত উসামাহ ইবনু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অথচ তখনও হযরত আবু বকর, ওমর ও আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম -এর মতো প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন।

এসব সাহাবিদের নেতৃত্ব ও আনুগত্য দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন উচ্চ বংশ মর্যাদা ও নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন-

‘কিশমিশ আকারের মস্তিষ্ক বিশিষ্ট কোনো হাবশি গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শুনবে এবং পূর্ণ আনুগত্য করবে।’ -সহিহ বুখারি, ৬৭৬০

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে

لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِیۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِیۡمٍ ﴿۴﴾

অর্থ : অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।

এটা হল কসমের জওয়াব। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন নিচুমুখী করে। কেবলমাত্র মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলম্বিত দেহ সোজা করে; যে নিজের হাত দিয়ে পানাহার করে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথোপযোগী বানিয়েছেন। তাতে পশুর মত বেমানান ও অসামঞ্জস্য নেই। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তার মাঝে উচিত ব্যবধানও রেখেছেন। তাতে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, বোঝশক্তি, প্রজ্ঞা, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। যার ফলে মানুষ আসলে তাঁর কুদরতের প্রকাশস্থল এবং তাঁর শক্তিমত্তার প্রতিবিম্ব। কিছু উলামা إن الله خلق آدم على صورته (অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।) হাদীসে উক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন।(মুসলিম নেকী ও আত্মীয়তা এবং আদব অধ্যায়)

অর্থাৎ এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সুস্পষ্ট ভাবে বলেছে মানুষ যে যার আকৃতি, গঠনে নিজ নিজ স্বত্তায় সুন্দর। রব প্রত্যেক সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছেন।

আমার রব সুবহানাহু তায়ালার সৃষ্টি মানেই তো অতুলনীয় সৌন্দর্য। এইখানে জাতভেদ, শ্রেণীভেদ, বর্ণবাদ কোন কিছুর স্থান নাই।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে জিন, ফেরেশতা ও মানুষ সেরা; তবে মানুষই আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, অবশ্যই আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং তাদের পানিতে ও স্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তাদের উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদের অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সুরা ইসরা : ৭০)

এই আয়াতে রব্বুল আলামিন মানুষকে বলেছেন সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তো বলেন নি শেতাজ্ঞ আমার কাছে শ্রেষ্ঠ অন্য কেউ নই বা উঁচু জাতি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ।

বেলাল রা: উম্মে আয়মান সালমান ফারসি কিংবা ঝাড়ুদার সেই নারী আমার রাসূল কিংবা আল্লাহর কাছে প্রিয় হতো না। মুর্দাকথা রবের কাছে অতিপ্রিয় তাক্বওয়াবান বান্দা।

অতএব, মুক্তির পথ কোথায়?...

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে আন্দোলন হয়েছে। আইন হয়েছে। হয়েছে নীতিমালাও। এমনটি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন-কমিশনও। কিন্তু কেন থামছে না এই বৈষম্যপনা? কেন মানুষ মেনে নিচ্ছে না জন্মগত ভিন্নতার এই আবরণকে? মানবরচিত কোনো বিধান বা নীতিমালায় নয়; বর্ণবাদগত এই বৈষম্য দূরীকরণে ‘ইসলাম’-ই একমাত্র সমাধান। কর্যকরী ফমূর্লা। কারণ ইসলামে কোনো বর্ণবৈষম্য নেই। বর্ণবাদ বা বর্ণবৈষম্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না ইসলাম। বর্ণবাদকে নির্মূল করে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার অনন্য এক উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

।ভালো লাগা ও মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন তারাও:

ইসলামের এমন উদারতা ও উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই অনেক বিধর্মীও এই ধর্মের প্রতি অবলীলায় নিজের ভালো লাগা ও মুগ্ধতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত জর্জ বার্নার্ড শ' ইসলাম ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন,

I have always held the religion of Mohammed in high estimation because of its wonderful vitality.

It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age.

‘চমৎকার প্রাণবন্ততার কারণে মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় সুউচ্চ ধারণা পোষণ করি। আমার কাছে মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে, যা প্রত্যেক যুগেই মানুষের হৃদয়ে আবেদন রাখতে সক্ষম।

তিনি আরও বলেন,

I have prophesied about the faith of Mohammed that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today.

আমি মুহাম্মদের বিশ্বাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, এটি আগামী দিনের ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কারণ, এটি আজকের ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করেছে।

তাঁর ভাষায়,

I have studied him — the wonderful man, and in my opinion far from being an Anti-Christ he must be called the Savior of Humanity.

আমি মুহাম্মদকে নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেছি। তিনি অতি চমৎকার একজন মানুষ এবং আমার মতে খ্রিষ্টানবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে'। -Sir George Bernard Shaw, ÔThe Genuine IslamÕ, Vol. 1, No. 8, 1936

আসলেও তাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের ইতিহাসে উদারতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। জাতপাত, হিংসা-বিদ্বেষ এবং বর্ণবৈষম্যকে নির্মূল করার সুউচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর সামনে। কারণ, বর্ণবাদ ও জাতিভেদের মত ঘৃণ্য প্রথায় আক্রান্ত মানুষের আচরণে যখন বর্ণবাদ এবং সাদা ও কালোর ভেদাভেদ চলে আসে, স্বাভাবিকভাবেই তখন তিরোহিত হয় সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিক মানবাধিকার। আর তখনই সমাজ হয়ে ওঠে অস্থিতিশীল। মানুষ হারাতে থাকে তার প্রাপ্য অধিকার। বিষাক্ত হয়ে উঠতে থাকে গোটা সমাজব্যবস্থা।

তাই বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্ণবৈষম্য আর শ্রেণিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হেনে ইসলামই সর্বপ্রথম শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে বিশ্ববাসীর সামনে।

শেষকথা,,,,,,

বর্তমান বিশ্বে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বর্ণবাদ। আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, বৈষম্য ও বর্ণবাদ দূরীকরণের ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও বিশ্ব থেকে এখনো বৈষম্য ও বর্ণবাদের অবসান হয়নি। এমনকি এই বর্ণবাদের কারণেই বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। বিশ্ববাসীকে আজ এমন এক সমঝোতায় আসতে হবে, যাতে করে দুনিয়ায় আর বর্ণবাদ নামের কোনো কিছুর অস্তিত্ব না থাকে।

ইসলামের কোনো বিধানই বর্ণবাদের দায়ে দুষ্ট নয়। গোষ্ঠীবাদ ও বর্ণবৈষম্য নির্মূলে বিশ্ববাসী ইসলাম নির্দেশিত বিধান অনুসরণ করলে ঘৃণ্য এ অপতৎপরতা মূলোৎপাটন সম্ভব। বর্ণবাদী আচরণ বন্ধে ধর্ম, বর্ণ, জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাইকে আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত জর্জ বার্নার্ড শ ইসলাম ও নবীজি (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, ‘চমৎকার প্রাণবন্ততার কারণে মোহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় সুউচ্চ ধারণা পোষণ করি। আমার কাছে মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে, যা প্রত্যেক যুগেই মানুষের হৃদয়ে আবেদন রাখতে সক্ষম।

তিনি আরও বলেন, আমি মোহাম্মদকে নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেছি। তিনি অতি চমৎকার একজন মানুষ এবং আমার মতে খ্রিষ্টানবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে’। (Sir George Bernard Shaw, ÔThe Genuine IslamÕ, Vol. 1, No. 8, 1936)

আসলেও তাই, নবীজি (সা.) উদারতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। হিংসা-বৈষম্যকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন। কারণ, মানুষের আচরণে যখন বর্ণবাদ এবং সাদা ও কালোর ভেদাভেদ চলে আসে, তখনই সমাজ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। মানুষ তার প্রাপ্য অধিকার টুকুও হারাতে থাকে।

তাই আসুন, আমরা সাদাকালোর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ইসলামের ছায়াতলে শান্তি ও শৃঙ্খলার সমাজ বিনির্মাণে ব্রত হই।

তথ্যসূত্র

1. **ড. মো, আব্দুল কাদের, অধ্যাপক, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া**
2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Muslim_communities
3. **ইয়াকিন ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক রিচার্চ**
4. **একজাতিতত্ত্ব ও ইসলাম**